আইপিএলে জাহির

ভারতীয় দলে সুযোগ না পেলেও এবারও আইপিএলে খেলতে দেখা যাবে পেস বোলার জাহির খানকে।

মাঠে - ময়দানে

জয় ভালাদলিদের

কোপা ডেল রে'র ম্যাচে হিউয়েস্কাকে ২-০ গোলে হারাল ভালাদলিদ। পয়েন্ট টেবিলের চতুর্থ স্থানে রয়েছে তারা।

৯-০ তে লঙ্কা জয় বিরাটদের

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে একমাত্র টি-২০ ম্যাচে জেতার পর ট্রফি হাতে কোহলি ব্রিগেডের সদস্যরা।

কলম্বো, ৭ সেপ্টেম্বর : টেস্ট ও ওয়ান ডে ম্যাচে হোয়াইটওয়াশের পর এবার টি-২০ ম্যাচেও ভারত বশ মানাল শ্রীলঙ্কাকে। ৯-০ তে সিরিজ জয় করল ভারত। পুরো সফরে একবারও কোনও ম্যাচে ভারতের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি শ্রীলঙ্কা। এই প্রথম বিদেশের মাটিতে পুরো সফরে একটিও ম্যাচ হারল না ভারত। এর আগে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সফরের সব কটি ম্যাচ জিতে ছিল পাকিস্তান। অজিদের ৯-০ ব্যবধানে হারিয়ে ছিল পাকিস্তান। বুধবার সেই ইতিহাস ভুঁল কোহলির ভারত। তিন ফরম্যাটেই লঙ্কা জয় করল বিরাট বাহিনী। বুধবার ছিল শ্রীলঙ্কা সফরের শেষ ম্যাচ। বৃষ্টির জন্য দেরিতে শুরু হয় এই ম্যাচ। অজিঙ্ক রাহানে এবং শার্দুল ঠাকুরের বদলে দলে নিয়ে আসা হয়েছিল লোকেশ রাহুল ও অক্ষর প্যাটেলকে। এদিন হার্দিক পান্ডিয়াকে বিশ্রাম দেওয়া হয়। শ্রীলঙ্কার তরফ থেকে হয়েছিল চারটি বদল। এই ম্যাচ জিতলেই বিরাটরা গড়বে এক নয়া নজির। এই লক্ষ্য নিয়েই মাঠে নেমেছিল ভারত। টস জিতে এদিন প্রথম ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন ভারত অধিনায়ক।

শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ইনিংস খেলতে শুরু করেন লঙ্কান ওপেনাররা। কিন্তু তৃতীয় ওভারেই উপুল থারাঙ্গাকে (৫) ফিরিয়ে শ্রীলঙ্কা ইনিংসে প্রথম ধাক্কা দেন ভুবনেশ্বর কুমার। এরপর যশপ্রীত বুমরাহর বলে বোল্ড হয়ে ফিরে যান নিরোশন ডিকওয়েল্লা (১৭)। অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউজও (৭) বেশিক্ষণ উইকেটে থাকতে পারেননি। চহালের বলে ধোনির হাতে স্টাম্প আউট হন তিনি। এরপর চালিয়ে খেলা শুরু করে দিলশান মুনরো (৫৩)। ১০ ওভারেই শ্রীলঙ্কা ৯১ রান তুলে নেয়। কিন্তু কুলদীপ যাদবের বলে বোল্ড হয়ে দিলশান ফিরতেই বেরিয়ে আসে শ্রীলঙ্কার ব্যাটিংয়ের ব্যর্থতার দিক। এরপর ব্যাট হাতে ব্যর্থ পেরেরা (১১), দিসুন সানাকা (০), প্রসন্ন (১১)। শেষ দিকে আসান প্রিয়নজন (৪০ বলে ৪০) ও ইসুরু উদানা (১০ বলে ১৯) করে শ্রীলঙ্কার স্কোর ১৭০ রানে পৌঁছে দেয়। ভারতের হয়ে ৩টি উইকেট নেয় যজুবেন্দ্র চহাল। কুলদীপ যাদব পান ২টি উইকেট। একটি করে উইকেট পান ভুবনেশ্বর কুমার ও যশপ্রীত বুমরাহ। এরপর ভারত ব্যাটিং করতে নামলে শুরুতে রোহিত শর্মার (৯) উইকেট হারায় তারা। কিছুক্ষণ পর লোকেশ রাহুলকে (২৪) ফিরিয়ে ভারতকে চাপে ফেলে দেয় শ্রীলঙ্কা। কিন্তু ভারত ব্যাটিংয়ের স্তম্ভ অধিনায়ক বিরাট কোহলি ও মণীশ পাণ্ডের যুগলবন্দিতে ভারতের জয়ে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি শ্রীলঙ্কার কোনও বোলারই। ৫৪ বলে ৮২ রান করে বিরাট যখন প্যাভিলিয়নে ফিরছেন তখন ম্যাচ ভারতের পকেটে। ৮২ রান করার পাশাপাশি এদিন একটি রেকর্ড করেন বিরাট। টি-২০ ফরম্যাটে রান তাড়া করতে নেমে সবচেয়ে বেশি রান এখন তাঁর ঝুলিতে। ব্রেন্ডন ম্যাককালামকে টপকে সর্বোচ্চ রান এখন বিরাটের। এদিন মণীশ পাণ্ডে ৩৬ বলে ৫১ রান করে অপরাজিত থাকেন। এদিন জিতে রেকর্ড গড়লেন বিরাটরা। টেস্ট ও ওয়ান ডে সিরিজে হোয়াইটওয়াশ করার পাশাপাশি একমাত্র টি-২০ ম্যাচ জিতে লঙ্কা বাহিনীকে সফরে একটিও ম্যাচ জিততে না দেওয়ার রেকর্ড গড়লেন বিরাট বাহিনী।

পাঠচক্রকে হারিয়ে লিগ শীর্ষে ইস্টবেঙ্গল

ইস্টবেঙ্গল : ২ (বেডন ৪৭, আমনা ৮৪)
পাঠচক্র : ১ (জগন্নাথ ৩১)

স্টাফ রিপোর্টার: ঘরোয়া লিগে প্রথম পাঁচটি ম্যাচে জয়ের পর বৃহস্পতিবার নিজেদের মাঠে ইস্টবেঙ্গল খেলতে নামে পাঠচক্রের বিরুদ্ধে। ঘরোয়া লিগের অভিযান ম্যাচে মহমেডানকে হারিয়ে চমক দেখিয়েছিলেন পাঠচক্র। তারপর এর আগের দুই ম্যাচ মহমেডান ও মোহনবাগান ড্র করায় পুরো তিন পয়েন্ট সংগ্রহের খোঁজে ইস্টবেঙ্গল মাঠে নেমেছিল বেশ সতর্ক হয়েই। আসলে লিগ খেতাবের দৌড়ে ইস্টবেঙ্গল আপাতত বাকি দুই প্রধান মোহনবাগান ও মহমেডানের চেয়ে বেশ খানিকটা সুবিধাজনক জায়গায় রয়েছে। মোহনবাগান ৬ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করলেও আপাতত ৫ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে মহমেডান। তাই টানা আটবার লিগ খেতাব জয়ের জন্য পাঠচক্রের বিরুদ্ধে তিন পয়েন্ট সংগ্রহ করা ছাড়া অন্য কোনও ভাবনা ছিল না ইস্টবেঙ্গল কোচ খালিদ জামিলের। তাই ম্যাচের শুরু থেকে পাঠচক্রের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন লাল-হলুদ ফুটবলাররা। বিশেষ করে ইস্টবেঙ্গলের বিদেশি ফুটবলার সিরিয়ার আল আমনা। সারা ম্যাচে আমনাকে আটকাতে বারবার হিমসিম খেতে হয় পাঠচক্রের ফুটবলারদের। গতবার আইঅেল এফসি'র হয়ে ভালও খেলার পর এবার লাল-হলুদ জার্সিতেও দুরন্ত পারফর্ম করছেন সিরিয়ার মিডফিল্ডারটি। সারা ম্যাচে আমনার দাপটকে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল পাঠচক্র। তবু প্রথমে গোল করে এগিয়ে যায় তারা। গোলটি করেন জগন্নাথ ওরাও। পিছিয়ে পড়ে আক্রমণে ঝড় তোলে খালিদ জামিলের ফুটবলাররা। তবু কাজের কাজটা কিছুই করতে পারছিলেন না তারা। শেষ পর্যন্ত প্রথমার্ধের ইনজুরি টাইমে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে গোল শোধ করেন বেডন। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের দাপট ছিল ইস্টবেঙ্গলের। তবু গোল মুখে ব্যর্থতার জন্য গোল পায়নি লাল-হলুদ শিবির। শেষ পর্যন্ত সবাই যখন ধরে নিয়েছেন মহমেডান ও মোহনবাগানের পর ইস্টবেঙ্গলও পয়েন্ট নষ্ট করতে চলেছে তখনই ত্রাতার ভূমিকায় সিরিয়ার মিডফিল্ডার আমনা। পেনাল্টি থেকে জয়সূচক গোলটি করেন আমনা। ম্যাচের বয়স তখন ৮৪ মিনিট। গোল করে দলকে জয় এনে দিতে না পারলেও ম্যাচের সেরা ফুটবলারের পুরস্কারটি পান জগন্নাথ ওঁরাও। ৬ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট সংগ্রহ করে আপাতত ঘরোয়া লিগ খেতাবের দৌড়ে শীর্ষে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল। সমসংখ্যক ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে মোহনবাগান।

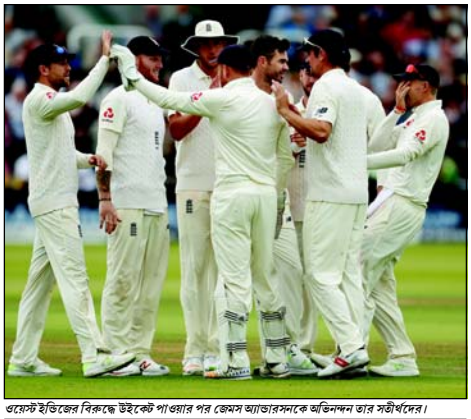

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে উইকেট পাওয়ার পর জেমস অ্যান্ডারসনকে অভিনন্দন তার সতীর্থদের।

যুব বিশ্বকাপের পর যুবভারতীতে খেলবে দুই প্রধান

স্টাফ রিপোর্টার: যুব বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পর যুবভারতীতে কোনও দল খেলবে তা নিয়ে দীর্ঘ টানাপোড়েন চলছে আইএসএল কর্তৃপক্ষ ও কলকাতার দুই প্রধানের মধ্যে। সেই জন্য দু'পক্ষের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা রয়েছে। তবে আপাতত এই যুদ্ধ শেষ হল। জানা গিয়েছে, এই মরশুমে সৌরভের দলের সঙ্গে সঙ্গে মোহন-ইস্টও যুবভারতীতেই খেলবে। দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর আইএসএল কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত কলকাতার দুই প্রধানকে টুর্নামেন্ট খেলার সুযোগ দেয়নি এবার। তা নিয়ে এমনিতেই মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের মধ্যে একটা ক্ষোভ রয়েছে। তার উপর এ বারের কলকাতা লিগে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান মাঠে উপচে পড়ছে ভিড়। সেই জন্যই যুবভারতীতে যাতে আই লিগের ম্যাচের অব্যায়োজন করা যায় স্টেডিয়াম কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছিলেন ইস্টবেঙ্গল কর্তারা। লাল-হলুদ শিবিরকে খেলার অনুমতি দিয়েছে স্টেডিয়াম কর্তৃপক্ষ। শুধু ইস্টবেঙ্গল নয়, চিরপ্রতিদ্বন্দ্বি মোহনবাগানও যুবভারতীকে নিজেদের 'হোম গ্রাউন্ড' করতে ইচ্ছুক। তবে লাল-হলুদ কর্তাদের মতো অফিসিয়াল কোনও চিঠি লেখেননি তারা।

আশা করা যায় মোহন কর্তারা এ ব্যাপারে শীঘ্রই একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলবেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, আইএসএল ম্যাচ শুরুর আগে, গোলের সময় বা পরে আতসবাজির যে প্রদর্শন হয় সেটা কি বন্ধ করে দিতে হবে? ক্রীড়া দফতর সূত্রের খবর, সেটাও করতে দেওয়া হবে না। শুধু আইএসএলেই নয়, ইস্টবেঙ্গল বা মোহনবাগানের আই লিগ ম্যাচের সময়ও সেই নিয়ম চালু থাকবে। শোনা যাচ্ছে, দুই প্রধানের কাছ থেকেও ম্যাচ খেলতে নামার আগে কয়েক লাখ টাকা ডিপোজিট ছাড়াও ক্লাবদের মুচলেকা দিতে হবে বলে যে, স্টেডিয়ামের ক্ষতি হলে তার দায় নিতে হবে। তাদেরও দিতে হবে সারানোর খরচ।

পয়েন্ট নষ্ট করলেও হতাশ হতে রাজি নন মোহনবাগান কোচ

স্টাফ রিপোর্টার: প্রথম পাঁচটি ম্যাচে জয় পাওয়ার পর ষষ্ঠ ম্যাচে রেনবো এফসি'র কাছে পয়েন্ট নষ্ট মোহনবাগানের। পিছিয়ে পড়েও শেষ পর্যন্ত শঙ্করলাল চক্রবর্তীর দল খেলা শেষ করে ১-১ গোলে। ১০ সেপ্টেম্বর কল্যাণী স্টেডিয়ামে মোহনবাগান মিনি ডার্বি ম্যাচে খেলবে মহমেডানের বিরুদ্ধে। ৬ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করে আপাতত লিগ খেতাবের দৌড়ে রয়েছে সবুজ-মেরুন শিবির। মহমেডান ম্যাচের আগে রেনবোর বিরুদ্ধে ড্র করলেও হতাশ হতে রাজি নন বাগান কোচ। বরং শেষ তিনটি ম্যাচে জয় ছিনিয়ে নিয়ে লিগ খেতাব পালতোলা নৌকায় তোলাই লক্ষ্য বাগান কান্ডারির। রেনবো ম্যাচ প্রসঙ্গে মোহনবাগান কোচ বলেন, ম্যারাথন লিগে একটা-দুটো ম্যাচে দল পয়েন্ট নষ্ট করতেই পারে। তা নিয়ে অহেতুক চিন্তা করে লাভ নেই।

রেনবো ম্যাচ ভুলে এখন আমাদের লক্ষ্য মহমেডান ম্যাচ। কল্যাণীতে মিনি ডার্বি ম্যাচে জয়ের সরণিতে ফেরার পাশাপাশি লিগ খেতাবের দৌড়ে টিকে থাকতে চাই। রেনবো ম্যাচে কার্ড সমস্যার জন্য খেলতে পারেননি দলের বিদেশি ডিফেন্ডার কিংসলে। আজ শুক্রবার নিজেদের মাঠে অনুশীলন করলেও মহমেডান ম্যাচের আগের দিন কল্যাণীতে পৌঁছে ওখানকার স্টেডিয়ামের মাঠে অনুশীলন করতে চান সবুজ-মেরুন শিবিরের কোচ। যাতায়াতের ধকল এড়াতে ওইদিন ওখানকার হোটেলে থেকে পরদিন ম্যাচ খেলাই লক্ষ্য বাগান কোচের। টানা পাঁচ ম্যাচে জয়ের পর রেনবো মাচে পয়েন্ট নষ্ট করলেও কোচের মতো দলের বিদেশি ফুটবলার ক্রোমা হতাশ হতে রাজি নন। বরং তিনি বলেন, রেনবো ম্যাচ এখন অতীত। এখন ভাবনায় শুধু মহমেডান ম্যাচ। একটা ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট করলেও এখনও আমাদের লিগ খেতাব অর্জন করার সুযোগ রয়েছে। বাকি তিনটি ম্যাচ জিতলেই ঘরোয়া লিগ খেতাব ঘরে তোলার সুযোগ রয়েছে। তাই বাকি তিনটি ম্যাচে জয় ছাড়া অন্য কোনও ভাবনা নেই আমাদের।

মহমেডান ম্যাচ নিয়ে ভাববলেও এখনই ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ নিয়ে ভাবতে রাজি নন ক্রোমা। বরং তিনি বলেন, ডার্বি ম্যাচ এখনও দেরি আছে। তবে ইস্টবেঙ্গল ম্যাচটা একেবারে অন্যরকম। সবাই ভালও খেলতে মুখিয়ে রয়েছে। তবে আমি তৈরি। কারণ গত দু'মরশুমে দু'বার আই লিগে এবং ফেডারেশন কাপে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে গোল করেছি। এবারও আমার টার্গেট গোল করা।

বিশ্বকাপ থেকে বিদায়ের মুখে আনন্দ

তিবিলাস, ৭ সেপ্টেম্বর : দাবা বিশ্বকাপ থেকে বিদায়ের মুখে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বিশ্বনাথন আনন্দ। দ্বিতীয় রাউন্ডে কানাডিয়ান গ্র্যান্ডমাস্টার অন্টোন কোভলিয়ভের বিরুদ্ধে হেরে বিপাকে আনন্দ। প্রথম রাউন্ডে অনায়াস জয় পাওয়ার পর অনেকেই ভেবেছিলেন এই ম্যাচেও সহজেই জিতে যাবেন আনন্দ। কিন্তু কোথায় কি? কোভলিয়ভের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ থেকেই চাপে ছিলেন ভিশি। সিসিলিয়ান নাজডর্ফ ডিফেন্স নিয়েই খেলতে শুরু করেছিলেন কিবনদ্ভি এই দাবাড়ু। মাঝে ভালো জায়গায় ছিলেন ভারতীয় দাবাড়ু। কিন্তু কানাডিয়ান তারকার ডিফেন্স ভাঙতে পারেননি তিনি। শেষ পর্যন্ত পাল্টা আক্রমণ করে আনন্দের রাজাকে বন্দি করেন কানাডিয়ান গ্র্যান্ডমাস্টার। এই গেমে হেরে গেলেও আরেকটা সুযোগ থাকছে আনন্দের সামনে। তবে দ্বিতীয় গেমে কালো ঘুঁটি নিয়ে শুরু করবেন ভারতীয় তারকা। অন্য ম্যাচে বিদিত গুজরাতি তৃতীয় রাউন্ডের পথে আরও এক ধাপ এগোলো। ভিয়েতনামের গ্র্যান্ড মাস্টার লি কুয়াং লিয়েমের বিরুদ্ধে কালো ঘুটি নিয়ে শুরু করেও প্রথম গেমে জয় পেলেন তিনি। এরপরেও গেমে ড্র করলেই তৃতীয় রাউন্ডে চলে যাবেন বিদিত। বড় তারকাদের মধ্যে জয় পেয়েছেন বিশ্বের এক নম্বর ম্যাগনাস কার্লসেন। রাশিয়ার আলেকসেই ড্রিভকে সহজেই হারিয়েছেন তিনি। জয় পেয়েছে ফ্লাদিমির ক্রামনিকও। ২২৮ জন খেলোয়াড় অংশ নিয়েছে এই নক-আউট টুর্নামেন্টে। টুর্নামেন্ট বিজয়ী পাবেন ১.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

শ্রীলঙ্কার সুইমিং পুলে ডুবে মৃত্যু ভারতীয় ক্রিকেটারের

কলম্বো, ৭ সেপ্টেম্বর: সুইমিং পুলে ডুবে মৃত্যু হল অনূর্ধ্ব ১৭ ভারতীয় দলের ক্রিকেটারের। শ্রীলঙ্কান মিডিয়া সূত্রের খবর, বছর বারোর ওই ক্রিকেটার তার ৪ সতীর্থ ক্রিকেটারের সঙ্গে সুইমিং পুল সেশনে নেমেছিল। তখনই ঘটে যায় এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। গুজরাটের ওই নবীন ক্রিকেটারকে সুইমিং পুল থেকে উদ্ধার করে যখন পামুনুগোমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাকে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় হতচকিত অনূর্ধ্ব ১৭ ভারতীয় ক্রিকেট দলের ম্যানেজমেন্ট। পামুনুগামার যে হোটেলে অনূর্ধ্ব ১৭ ভারতীয় দলের ক্রিকেটারদের রাখা হয়েছে, সেখানকার ম্যানেজমেন্টও এই গোটা ঘটনায় হতভম্ব। এই ঘটনার খবর পেয়েই পামুনুগামার হোটেলে পৌঁছায় শ্রীলঙ্কার পুলিশ। বছর বারোর ওই ক্রিকেটারের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে রাগামা হাসপাতালে।

দক্ষিণ আফ্রিকা-সেনেগাল ম্যাচের রিপ্লে হবে ফিফা

জোহানেসবার্গ, ৭ সেপ্টেম্বর: দক্ষিণ আফ্রিকা-সেনেগাল ম্যাচের রিপ্লে হবে জানিয়ে দিল ফিফা। গত বছরের নভেম্বর হওয়া ম্যাচে ২-১ গোলে জিতেছিল 'বাফানা বাফানা'রা। বিতর্কিত পেনাল্টিতে জয় পেয়েছিল তারা। ম্যাচ ফিক্সিংয়ের জন্য ওই ম্যাচের রেফারি জোসেফ ল্যাম্পটেইকে সারাজীবন নির্বাসিত করেছে ফিফা।

নভেম্বরে হওয়া এই ম্যাচে ৪২ মিনিটে পেনাল্টির নির্দেশ দেন ঘানার রেফারি ল্যাম্পটেই। সেনেগালেই ডিফেন্ডার কোউলিবালির হাঁটুতে বল লাগা সত্ত্বেও স্পট কিক নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। এই বিতর্কিত পেনাল্টি নিয়েই বেশ জলঘোলা হয় আফ্রিকান ফুটবলে। শেষ পর্যন্ত ফিফার দ্বারস্থ হয় সেনেগালের ফুটবল কর্তারা। ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থার তরফে ঝুলির মধ্যে থেকে বিড়াল বেরিয়ে পড়ে। জানা যায়, রেফারি ল্যাম্পটেই আসল দোষী। শেষ পর্যন্ত ফিফা ঘানার রেফারিকে সারাজীবনের জন্য নির্বাসনে পাঠিয়েছে। এই রায়ের বিরুদ্ধে কোর্ট অব আরবিট্রেশন ফর স্পোর্টসের আবেদন করেছিলেন। কিন্তু তারও ফিফার রায়ই বহাল রেখেছে। ফিফা জানিয়েছে এই বছর নভেম্বরের মধ্যেই দক্ষিণ আফ্রিকা-সেনেগাল ম্যাচের রিপ্লে ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। তবে ফিফার এই রায়ের বিরুদ্ধে পাল্টা আবেদনের কথা ভাবছেন দক্ষিণ আফ্রিকা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের কর্তারা। তাদের দাবি, রেফারিও ভুলের ভাগীদার তারা কেন হবেন? তবে এখন যা পরিস্থিতি তাতে মনে হয় এই ম্যাচের রিপ্লেই হবে।

জয় পেল মার্টিন দেল পোর্তা

নিউইয়র্ক, ৭ সেপ্টেম্বর: টেনিসের ইতিহাসে সর্বকালের সেরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা বলে তাদের লড়াইকে। মোট ৩৭ বার মুখোমুখি হয়েছেন রজার-রাফা। মনে করা হচ্ছিল এবার সেই লড়াই দেখতে পাবে মার্কিন দর্শকরা। সেই আশা অপূর্ণই রয়ে গেল। কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে গেলেন ফেডেরার। দেল পোর্তার কাছে ৫-৭, ৬-৩, ৬-৬ (১০-৮), ৬-৪ সেটে হেরেন গেলেন ফেডেক্স।

প্রকাশক এবং মুদ্রক টি দুর্গা রাও, স্বত্বাধিকারী : আশিষলাহা, ৯৭/২, এম জি রোড, মিডিল পয়েন্ট, পোর্ট ব্লেয়ার-৭৪৪ ১০১ থেকে প্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, ডলিগঞ্জ, পোর্ট ব্লেয়ার-৭৪৪ ১০৩ থেকে মুদ্রিত, সম্পাদক : আশিস লাহা* (পিআরবি আইন অনুযায়ী প্রকাশিত সমস্ত সংবাদের জন্য দায়বদ্ধ)।
Printed and published by T Durga Rao, owned by Asish Laha and published from 97/2, M. G. Road, Middle Point, Port Blair-744 101 & printed at Echo Printing Press, Dollygunj, Port Blair-744 103. Editor : Asish Laha* (*responsible for selection of news under the PRB Act).